165

দৈনিক জনকণ্ঠ

02 JUL 1997
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গন ॥ রাষ্ট্রপতির বক্তব্য

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অরাজকতা প্রসঙ্গে গত রবিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতির প্রতিটি বক্তব্যই অনুধাবনযোগ্য, অনুসরণযোগ্য এবং মূল্যবান। শিক্ষাঙ্গনের হাল তাঁকে ব্যথিত করে, ভাবায়। বেশ কয়েকবার তিনি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, শিক্ষার মানের অবনতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন। গত রবিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের একটি সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অরাজকতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি দায়ী অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক দলগুলো। বড় দলগুলো যদি একমত হয়ে ছাত্রদের নিজ নিজ দলের অঙ্গে পরিণত না করে, তাহলে শীঘ্রই দেশের ক্যাডার বাহিনী অদৃশ্য হয়ে যাবে, সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং শিক্ষাঙ্গনে ফিরে আসবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ।

ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন, আর এতে ছাত্ররাজনীতির আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছে— একথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে সবাইকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, তা না হলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল ইমারত, শিক্ষক ও ছাত্র থাকবে— শিক্ষা থাকবে না। সারা দুনিয়ায় আমরা পরিচিত হব নিচুস্তরের মানুষ হিসাবে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, বাংলাদেশে শিক্ষার মান এত নিচে নেমে গেছে যে, দুনিয়ার কোন দেশে এখানকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। এর কারণ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার পরিবেশ নেই। প্রায় সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অরাজকতা, সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও দলীয় রাজনীতি।

রাষ্ট্রপতির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, সরল। কোন অতিশয়োক্তি নেই এতে। দেশের শিক্ষাঙ্গনের প্রকৃত চিত্রটি ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে। সেই সঙ্গে আছে দিকনির্দেশনাও। তিনি বলেছেন, শিক্ষকদের কেউ কেউ দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন, যেটা ছাত্র রাজনীতির জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতির শামিল। তিনি এ ধরনের কাজ থেকে সকলকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ক্যাডার বাহিনী অদৃশ্য হয়ে যাবে সন্ত্রাস বন্ধ হবে— যদি বড় দলগুলো ছাত্রদের নিজ নিজ দলের অঙ্গে পরিণত করার ধারাটি বন্ধ করে। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর দুর্দশা অনেকদিন ধরেই চরমে। হানাহানি, সন্ত্রাসী কারবার, বন্দুকযুদ্ধ, ক্যাডার বাহিনীর তাণ্ডব ইত্যাদি এমন পর্যায়ে গেছে যে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে কোন নীরব-নিভৃত জ্ঞানচর্চার পাদপীঠ বলে ভাবার অবকাশ আজ নেই। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রদের অতীত ঐতিহ্য জাতীয় ইতিহাসে গর্বের বিষয়। ছাত্রদের চেতনা, তাদের সংগ্রাম, তাদের দায়িত্ববোধ, জাতীয় ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করেছে।। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নানা জাতীয় প্রয়োজনে আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের ব্যাপক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, সংঘর্ষ, বন্দুকযুদ্ধ ইত্যাদি দুঃখজনক ঘটনা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, পড়াশোনার পরিবেশকে কলুষিত করেছে, স্বাভাবিক পড়াশোনাকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত। আর সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে— এসব সন্ত্রাসী তৎপরতায় অনেক উজ্জ্বল তরুণ প্রাণ ঝরে গেছে অকালে। অতীতে ছাত্র সংগঠনগুলোর পরিচালনায় বিভিন্ন জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশবাসী বেদনার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করছে যে, ছাত্ররাজনীতির নামে দলীয় রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো। রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের দলীয় আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ প্রধান সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ছাত্রসংগঠনগুলোর সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। অশান্তি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, সংঘাত-সংঘর্ষ, হত্যা-রক্তপাত ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে প্রায়ই।

অনভিপ্রেত এইসব বিষয়ের বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়েছে সাধারণ নিরীহ শান্তিপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা। তারা বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনীর হাতেও জিম্মি। অনেক ক্ষেত্রে জিম্মি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনও। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠলে ছাত্রসংগঠনসহ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব তা অস্বীকার করে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দোষারোপ করে। ছাত্র সংগঠনগুলোকে জাতীয় স্বার্থে নয়, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যেই কুক্ষিগত করে রাখা হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে, ক্যাডারদের লালন করা হচ্ছে, অস্ত্রও যে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে পাচ্ছে, এসব আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। দলীয় রাজনীতির যূপকাষ্ঠে দেশের ছাত্রসমাজের সত্যিকার স্বার্থ বলি দেয়া হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়েই বিভিন্ন সঙ্কটের ঘোর অন্ধকারে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে আশার আলো, আজ তা দলীয় সঙ্কীর্ণতার কারণে হয়ে উঠেছে জাতির জন্য শঙ্কা ও চিন্তার ব্যাপার। শুধু ছাত্রদের ওপর দোষ চাপিয়ে এ থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নেই। ছাত্রদের দলীয় স্বার্থে কাজে না লাগানোর ব্যাপারে চাই সামগ্রিক ঐকমত্য। সকল রাজনৈতিক দলকে এ ব্যাপারে নিতে হবে উদ্যোগী ভূমিকা। ক্যাডার বাহিনীর প্রতিপালনের রীতি বন্ধ করা, শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা এবং সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য দরকার বড় দলগুলোর ঐকমত্য। রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে এ কথাই বলেছেন। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতির প্রতি আনুগত্য থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি আগেও একাধিকবার তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতামত আগেও দেশবাসী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে— সকলের আরাধ্য সে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ছাত্রসমাজকে নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার ধারাও পরিত্যক্ত হয়নি। এই ধারা বন্ধের পথ— রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদর্শিত পথ— ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কচ্ছেদের পথ, বড় দলগুলো কর্তৃক [illegible] তাদের অঙ্গে পরিণত না করার পথ, শিক্ষাঙ্গনে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে শিক্ষকসহ [illegible] পরিচালিত না হওয়ার পথ। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে সমগ্র দেশবাসীর মনোভাব। রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসবে দেশবাসীর এটাই প্রত্যাশা।